দৈনিক সংবাদ 27

তারিখ ... 07 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঝুট-ঝামেলা

মমতাজ লতিফ

শিক্ষা সব মানুষের জীবনে বাতাস ও পানির মতো অনুচ্চারিত, নিঃশব্দ কিন্তু অমোঘ প্রয়োজন। দেশে দেশে মানুষ অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় মুহূর্তে মুহূর্তে, দিনে দিনে শিক্ষিত হচ্ছে। বাপ-দাদার কাছ থেকে কাজ শিখে নিচ্ছে- কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে। মা, খালা, দাদী, নানীদের কাছ থেকে কন্যারা শিখছে ঘরকন্না, শিশু পরিচর্যার খুঁটিনাটি কাজ। বড়দের কাছ থেকে সব শিশুরাই শেখে আদব, কায়দা, আচার, আচরণ।

মানুষের জীবনকে সফল করে তোলার অভিপ্রায়ে এই শেখার প্রক্রিয়াকে নিয়মবদ্ধ, নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী, উদ্দেশ্যপূর্ণ করতে গিয়ে গড়ে উঠেছে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী।

এই পরিকল্পিত শিক্ষার প্রধান বাহন আজ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বা পাঠ্যবই। সব দেশেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষে এই পাঠ্যপুস্তকই প্রধান দৃশ্যমান অভিনেতা, প্রধান কথক। অধিকাংশে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এরই নির্দেশে ভূমিকা পালন করে।

এই সর্বজন ব্যবহার্য পণ্যটি সবার হাতে হাতে ঘোরে। কিণ্ডারগার্টেন থেকে ভাঙ্গাচোরা প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিত্তের চকচকে টেবিল থেকে নিরক্ষর দিনমজুরের ভাঙ্গা ঘরের মেঝেতে সে অবলীলাক্রমে ঠাঁই নেয়। নিরক্ষরের দল বই পেয়ে খুশী হয়। শিক্ষিত বাবা-মা, দাদা-দাদী, ভাই-বোন, সাংবাদিক সব পেশাজীবী যখনি একে পান, বেশ এক হাত নেন।

বেচারা পাঠ্যপুস্তক! যারা তার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে, সে তাদের কারো মন-ভোলাতে পারে না। কেন?

দাদা-দাদী বলেন-'কইরে, তোর বইতে তো 'কাজলা দিদি' নেই দেখছি। এ কেমন বই হলো, এতো ভালো কবিতাটাই নেই।'

বাবা বলেন, 'আঃ! 'অন্ধবধূ'- সেই তুলনাহীন কবিতাটা নেই দেখছি! কি বই হচ্ছে আজকাল।'

মা বলেন, 'শেক্সপিয়ারের সেই সনেটটা নেই দেখছি! খোকনের বইতে Jack and Jill নেই তো! এ কেমন বই!' অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বলতে শুনি-'আমাদের সময়ে অমুক কবিতা, অমুক গল্প ছিলো, সেসব নেই কেন?'

পাঠ্যপুস্তককে বলি, হায়! তোকে যে একের ভেতরে অনেক হতে হবে, তা কি তুই জানতিস। তোকে উচ্চবিত্তের শিশু আবার দরিদ্র নিরক্ষরের শিশু, যাকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে না পারলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা একটি কাগজ হয়ে থাকবে মাত্র-তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। এর সাথে দাদা-দাদী, বাবা-মা, সব পেশার মানুষের আবদার, রুচি মেটাতে হবে। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মুখ দিয়ে কথা বলে আর এসব প্রশ্নের উত্তর তার পাতায় লেখা নেই। তাই সে নীরব থাকে।

সে নীরব থাকলেও তার পরিকল্পকদের শান্তি নেই। বিশেষতঃ এই দরিদ্রের দেশে এবং ঋণগ্রহীতা দেশে তাদের অনেক কিছু ভাবতে হয়। বিবেচনায় ধরে রাখতে হয়। প্রথম ভাবনা-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য-দলের শতকরা নব্বই ভাগের বেশী নিরক্ষর, অসুবিধাগ্রস্ত দরিদ্রের সন্তান। এরা জীবিকার যুদ্ধে বাবা-মায়ের পাশাপাশি যুদ্ধরত। জীবনযুদ্ধে ব্যয়িত সময় থেকে আমরা ১০টা থেকে ৪টার মতো বিশাল একটা সময় জোর দখল করেছি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নামে। এই সময়ের বিনিময় মূল্যমানের সমান হতে হবে আমাদের পরিকল্পনার ফল। এক্ষেত্রে যেকোন অপচয় এবং ভুল দুর্দান্ত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই পরিকল্পকদের মনে রাখতে হয়—এসব অসুবিধাগ্রস্ত শিশুরা বিদ্যালয় শিক্ষায় অসফল হয় বলে এরা ঝরে পড়ার শিকার হয়। এদের উদ্ধারে ব্রতী শিক্ষাক্রম পরিকল্পক এই উদ্দেশ্যে যে দীর্ঘ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছেন তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনার যোগ্য।

প্রথমে তাঁরা গঠনতন্ত্র, জাতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা থেকে জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুচিহ্নিত করেছেন, এরপর সার্বিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপ হিসেবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করে এগুলোকে ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের অন্তে শিক্ষার্থীর পক্ষে অর্জনযোগ্য জ্ঞান, শিখন-দক্ষতা ও সামাজিক দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাসের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে প্রান্তিক যোগ্যতা। এই প্রান্তিক যোগ্যতা যা একজন প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশকে নির্দেশ করে তারই নিরিখে সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা প্রণীত হয়েছে। বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতাকে আবার প্রতি শ্রেণীতে অর্জন উপযোগী শ্রেণীভিত্তিক যোগ্যতায় ভাঙ্গা হয়েছে যা শিশুর শিখন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষকের শিক্ষণের এবং মূল্যায়ন কাজের ধরন নির্দেশ করে। এখানেই শিক্ষক দুর্বল শিশুর, অসুবিধাগ্রস্ত শিশুর শিখন অন্তরায়কে সনাক্ত করতে পারেন এবং নিরাময়মূলক শিখনের পরিকল্পনা করতে সক্ষম হন। যোগ্যতাগুলো শিশুর প্রয়োজনের নিরিখে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত বলে এবং শিখনে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন বলে শিক্ষা আর মুখস্থবিদ্যার নামান্তর থাকবে না। এ প্রক্রিয়ায় পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠনের জন্য শিশু বইয়ের অধ্যায় মুখস্থ করবে না বরং শরীরের অঙ্গ পরিষ্কার রাখবে, শ্রেণীকক্ষে কাগজ, বীচি, খোসা, থুথু ফেলবে না ইত্যাদি আচরণ প্রতিদিন অনুশীলন করবে।

তাছাড়া, এ কাজে লক্ষ্যদলের অধিকাংশের গ্রহণ ক্ষমতা, বয়স, প্রয়োজন, তাদের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিবেচনায় রেখেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তককে হয়ে উঠতে হয় প্রাসংগিক এবং যথাযথ।

শিক্ষাক্রমের অদৃশ্য রূপ দৃশ্যমান হয় পাঠ্যপুস্তকে এবং শিক্ষক নির্দেশিকায়। এরাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলে। শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তকের প্রাণ আর পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাক্রমের বাহক। শিক্ষাক্রম পরিকল্পকের নিহিত উদ্দেশ্য, শিশুর জন্য নির্ধারিত জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও অভ্যাস শিক্ষক ও শিশুর কাছে পৌঁছে দেয় পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা। এবং যেহেতু অদূরভবিষ্যতে আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে বিকল্প কোন শিক্ষা উপকরণ আশা করা যায় না, তাই, সত্যিই একে হতে হবে একের ভেতরে অনেক। তবে এই বহুমুখী উদ্দেশ্যের লক্ষ্য থাকবে এ স্তরের শতকরা নব্বই জন শিশুর প্রয়োজন, অন্য কারো রুচি, আবদার নয়। মনে রাখতে হবে রুচি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন। যে কবিতা আমার পছন্দ, তা আপনার পছন্দ নয়।

বাস্তব অবস্থা থেকে বোঝা যাচ্ছে, পাঠ্যপুস্তকের অবস্থা হয়েছে শ্যাম রাখি না কুল রাখি। কেন?

দু'একটি উদাহরণ দেয়া যাক। বেশ ক'বছর আগে শিক্ষাক্রম কর্মকর্তার কাছে পুলিশ বিভাগ থেকে একটি অভিযোগপত্র আসে, যার মর্মার্থ হল-বাংলা কোন একশ্রেণীর পাঠ্য বইতে ''ইদু মিঞার মোরগ'' নামের গল্পটি বাদ দিতে হবে। কারণ এ গল্পে বর্ণিত একজন দারোগার ইদু মিঞার একমাত্র মোরগটি নিয়ে যাওয়ার কাহিনী পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে।

এ ছাড়া বিশেষ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, অন্ধ ও বধির সমিতি, স্কাউট, দুর্যোগ প্রতিরোধ, ধূমপান প্রতিরোধ, ডাগ প্রতিরোধ-এর মুখপাত্র বা সমিতি, সংস্থার আবেদন, পরামর্শ এসেছে, আসছে যাতে পাঠ্যপুস্তকে উক্ত সব প্রতিষ্ঠানের কাজ বা উক্ত সব বিষয় সম্পর্কিত রচনা স্থান লাভ করে।

এ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির রচনা অন্তর্ভুক্তির সুপারিশও আসতে দেখেছি। এসব আবেদন, পরামর্শ অনেক ক্ষেত্রে উপর থেকে রেকমেন্ড করিয়েও আনা হয়ে থাকে।

এর চেয়েও গুরুতর বিষয় দেখতে হয়েছে যা এখুনি বলা সম্ভব নয়।

হায় পরিকল্পিত শিক্ষাক্রম। কোথায় তোমার গন্তব্য কে বলতে পারবে! হায় পাঠ্যপুস্তক! তোমার কলেবর বৃদ্ধি পেলে যে এই